বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি

ivestock Society of Bangladesh

প্রাণিসম্পদের কল্যাণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রচারে

ঃ গঠনতন্ত্র ঃ

কার্যালয়: উদয় ট্রেডাস, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ বন্দগেট,
নতুন বিলশিমলা, রাজশাহী-৬০০০।
E-mail: livestocksocietybd@yahoo.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঃ গঠনতন্ত্র ঃ

ধারা -১ ঃ সংস্থার নাম ঃ **" বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি "বা "Bangladesh Livestock Society (BLS)"**
(আর্থ সামাজিক উন্নয়নের গণমূখী প্রতিষ্ঠান)

ধারা -২ ঃ সংস্থার ঠিকানা ঃ উদয় ট্রেডাস, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ বন্দগেট,নতুন বিলশিমলা, রাজশাহী-৬০০০
(এই ঠিকানা পরিবর্তন হলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে)।

ধারা -৩ ঃ সংস্থার কার্য এলাকা ঃ

এই সংস্থার কার্যএলাকা হবে বাংলাদেশ ব্যাপী।

ধারা -৪ ঃ সংস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি ঃ

বাংলাদেশ লাইভস্টক সোসাইটি একটি অরাজনৈতিক অলাভজনক, অসাম্প্রদায়িক আর্থ-সামাজিক বেসরকারী সংস্থা হিসাবে দেশের সকল মানুষকে উজ্জীবিত করে ও উন্নত জীবন যাপনের লক্ষ্যে কাজ করবে।

ধারা -৫ ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

লক্ষ্য: বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য লাইভস্টক সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বীকৃতির মাধ্যমে নতুন উদ্দোক্তা সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সরকারের দৃষ্টি আর্কষনের মাধ্যমে এই সেক্টরের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা।

উদ্দেশ্য ঃ

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৌশল প্রণয়ন ও কার্য্যকারী ভূমিকা রাখা।

খ. দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে লাইভস্টকের ভূমিকা সম্পর্কে সম্মক ধারণা প্রদানসহ উদ্বুদ্ধকরন।

গ. প্রানিসম্পদের উন্নয়নকরণ ও সেবা প্রদানের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে অ্যাওার্ড/সম্মাননা (ক্রেষ্ট) প্রদানের মাধ্যমে কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তার দৃষ্টি আর্কষন ও উদ্বুধকরণ।

ঘ. সেমিনার, সভা, বাৎসরিক অভিষেক ও শ্রেষ্ঠ উদ্যেক্তা, সর্বোশ্রেষ্ঠ সেবা প্রদানকারী, আ-জীবন সম্মাননার মত সম্মান প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সকারের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে প্রানি সম্পদের কর্মের মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানের জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন।

ঙ. বছরে কমপক্ষে একটি লাইভস্টক বিষয়ের উপর সাময়িকী প্রকাশকরণ।

চ. সদস্যদের পেশা ও কর্মের উন্নয়ন, সম্পর্ক বৃদ্ধিকরনের জন্য বিদায়ী ও আগত সদস্যদের অভিনন্দন জ্ঞাপন ও আহুত সমস্যা সমাধানে আন্ড়রিক প্রচেষ্টা গ্রহণ।

ছ. সদস্যদের পারস্থপারিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহযোগীতা বৃদ্ধি করণ।

জ. বৃত্তি/স্বীকৃতি প্রদান।

ঝ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রাণিসম্পদের দুর্যোগে কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ ও আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে প্রাণিসম্পদের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে খামারী প্রশিক্ষণ।

ঞ. পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ।

ট. জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করা।

ঠ. প্রানিসম্পদের অব্যবস্থাপনার নিমিত্তে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ড. প্রাণিসম্পদের সঙ্গে জড়িত সকলের স্বার্থ নিশ্চিতকরণ।

ঢ. Animal Welfare নিশ্চিতকরণ।

ণ. সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রাণি আইন যথাযথভাবে বাস্ড়বায়নে সহায়তা করা।

ত. প্রানিসম্পদের উন্নয়নের জন্য সমিতি কর্তৃক সময় সময় স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে প্রাণিকুলের নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক ঔষধ প্রদানকল্পে জনমত গড়ে তোলা।

থ. Transboundry disease কে Control করণে প্রদক্ষেপ গ্রহণ।

দ. দেশীয় শিল্প যেমন- ডেইরী, পোল্ট্রী, ছাগল, ভেড়া ও মহিষের খামার এবং গর" মোটা- তাজাকরণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন।

ধ. মাংস, দুধ, ডিম এবং প্রাণি হতে উৎপাদিত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।

ন. ভেটেরিনারি ঔষধ, খাদ্য ও ভ্যাকসিন এর গুণগত নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।

প. প্রাণিসম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন সদস্যের স্বার্থ সংশিণ্ঢষ্ট বিষয়ে নজর রাখা।

ফ. সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মচরী নিয়োগ করা এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারন করা।

ব. উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করন ও সমাধানের ব্যবস্থা করা ।

ভ. সরকারী বিভিন্ন দিবস পালন সহ চিত্তবিনোদন মুলক কর্মসুচী গ্রহন করা।

ম. মহিলাদের আর্থিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন উৎপাদন মুখী প্রকল্প গ্রহন ও তা বাস্তবায়ন।

য. সংস্থা কর্তৃক প্রাণিসম্পদের অধিদফতরের পুর্ব অনুমতি ব্যতীত প্রাণিসম্পদের ডাক্তারের সহকারী হিসেবে প্রশিক্ষন, হাসপাতাল স্থাপন কিংবা প্রাণিসম্পদের বিষয়ক যে কোন প্রশিক্ষন ইন্সটিটিউট স্থাপন ও পরিচালনা করা যাবে না। সংস্থা কর্তৃক এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের অধিদফতর/ মন্ত্রণালয় এর পুর্ব অনুমতি সাপেক্ষে তা করা যাবে।

ধারা -৬ (১) সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ

কমপক্ষে ১৮ (আঠার) বৎসর ও তদুর্দ্ধে বয়স্ক সুস্থ বিবেকবান সম্পন্ন ও সৎ চরিত্রের অধিকারী সংস্থার কার্য এলাকায় বসবাসকারী যে কোন বাংলাদেশী পুরুষ ও মহিলা নাগরিক যিনি সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি অনুগত তিনি এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন।

ধারা - ৬ (২) সদস্যদের শ্রেণী বিভাগ ঃ

এই সমিতির তিন প্রকার সদস্য থাকবে। যেমন ঃ-

(১) সাধারণ সদস্য

(২) আজীবন সদস্য

(৩) দাতা সদস্য

ধারা -৬ (৩) বিভিন্ন সদস্য ভর্তির নিয়মাবলী ঃ

(ক) **সাধারণ সদস্য ঃ** ধারা ৬ (১) সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি সদস্য পদ লাভের জন্য সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত ১০/= টাকা মূল্যের নির্ধারিত আবেদন ফর্ম সংগ্রহ পূর্বক সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদন কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে ভর্তি ফি ১০০/= (একশত) টাকা এবং এক মাসের মাসিক চাঁদা ২০/= (বিশ) টাকা মোট ১২০/= (একশত বিশ) টাকা দিয়ে সদস্য পদ লাভ করতে হবে।

(খ) **আজীবন সদস্য ঃ** সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বা সাধারণ কোন সদস্য অথবা সংস্থার সাধারণ সদস্যদের মধ্যে হতে যে কেউ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ৮,০০০/= (আটহাজার) টাকা অথবা সমমূল্যের কোন সম্পদ স্বতঃস্ফুর্তভাবে এককালীন একযোগে সংস্থার নামে দান করলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাঁকে আজীবন সদস্য হিসাবে গণ্য করা হবে।

(গ) **দাতা সদস্য ঃ** সমাজ সেবায় আগ্রহী দেশী-বিদেশী উদার দানশীল যে কোন ব্যক্তি স্বতঃস্ফুর্তভাবে টাকা অথবা সম্পদ এককালীন একযোগে সমিতির নামে ২০,০০০/- টাকা দান করলে সমিতির দাতা সদস্য হিসাবে গণ্য করা হবে।

ধারা - ৬ (৪) বিভিন্ন সদস্য চাঁদা, দায়িত্ব, সুবিধা ও অধিকার ঃ

(ক) **সাধারণ সদস্য ঃ** সাধারণ সদস্য হিসাবে প্রত্যেককে মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। সাধারণ সদস্য হিসাবে (বৈধ সদস্য) যে কেহ কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করতে এবং ভোট দিতে পারবেন। সমিতির কোন কাজে বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ বা মতামত প্রকাশ করতে পারবেন এবং সমিতি কর্তৃক যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

(খ) **আজীবন সদস্য ঃ** তিনি ভোটে প্রতিদ্বন্দীতা বা ভোট দিতে পারবেন না। তাঁকে মাসিক চাঁদা দিতে হবে না। তবে স্বেচ্ছায় কোন কিছু দান করলে তা গ্রহণ করা যাবে।

(গ) দাতা সদস্য সংস্থার কোন নিয়মিত সদস্য নন। তিনি সমিতির সম্মানিত দাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন।

ধারা - ৭ (ক) সদস্য/সদস্যা পদ সাময়িক ভাবে স্থগিত ও বাতিলকরণ ঃ

(ক) সদস্য পদ প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাস চাঁদা প্রদান না করলে।

(খ) অনুপস্থিতির বিষয় পূর্বে অবহিত না করে পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

(গ) সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করলে এবং অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন ও বাস্তবায়ন হলে।

(ঘ) মৃত্যু হলে অথবা মস্তিস্ক বিকৃত ঘটিলে আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে।

(ঙ) সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করলে এবং গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারার অবমাননা করলে।

(চ) কোন সদস্য / সদস্যা সংস্থাতে চাকুরী গ্রহণ করলে।

(ছ) সমিতিটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট হওয়ার পর সরকারী, আধা সরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী কার্যনির্বাহী পরিষদে থাকতে পারবেন না।

ধারা - ৭ (খ) সাময়িক বরখাস্ত বাতিলকৃত সদস্যের পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান পদ্ধতি ঃ

(১) কোন সদস্যের সদস্য পদ স্থগিত/বাতিল করা হলে তার সদস্য পদ পূনঃপ্রাপ্তি/ বহাল রাখার বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করার জন্য কার্যকরী পরিষদের সভাপতির নিকট আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে যে কারনে সদস্য পদ বাতিল হয়েছে তা সংশোধন পূর্বক পরবর্তীতে তার পুনরাবৃত্তি হবে না মর্মে অংগীকারের মাধ্যমে কার্য নির্বাহী পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সদস্যপদ পুনঃপ্রাপ্তি/বহাল বলে বিবেচিত হবে ঃ (আাদালত কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত বা দেওলিয়া ঘোষিত হলে সেক্ষেত্রে সদস্যপদ প্রাপ্তি/বহালের কোন অবকাশ থাকবে না)।

ধারা - ৮ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

এ সংস্থায় নিম্নবর্ণিত ৩টি পরিষদ থাকবে।

(১) সাধারণ পরিষদ;

(২) উপদেষ্টা পরিষদ;

(৩) কার্যনির্বাহী পরিষদ

ধারা - ৮ (১) সাধারণ পরিষদ গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) সাধারণ পরিষদ হবে সংস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ। সাধারণ সদস্য /সদস্যাদের সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে।

(খ) সাধারণ পরিষদ বার্ষিক বাজেট, আয়-ব্যয় ও কার্য নির্বাহী পরিষদের সকল কার্য কলাপ অনুমোদ করবে।

(গ) সংস্থার সার্বিক উন্নতিকল্পে সেবা ধরণের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঘ) সাধারণ পরিষদ ২ বৎসরের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন।

(ঙ) সাধারণ পরিষদ সাধারণ সদস্যদের মাসিক চাঁদা, ভর্তি ফি নির্ধারণ করবেন।

(চ) সাধারণ পরিষদ বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুমোদন এবং গঠনতন্ত্র সংশোধন ও সংযোজনের জন্য অনুমোদনের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

ধারা - ৮ (২) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) প্রতিষ্ঠানের কার্য এলাকার মধ্য হতে বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষক, দানশীল ব্যক্তি অবসর প্রাপ্ত সরকারী / বেসরকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর সমন্বয়ে ৫/৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ ২ (দুই) বৎসরের জন্য সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করতে পারবেন।

(খ) উপদেষ্টা পরিষদ সংস্থার উন্নয়নমূখী প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহযোগীতা ও পরামর্শ দেবেন। কার্য নির্বাহী পরিষদের পরামর্শ দাতা হিসাবে কাজ করবেন। এ পরিষদের মাসিক চাঁদা দিতে হবে না এবং তারা নির্বাচনে ভোট দিতে কিংবা প্রতিদ্বন্দীতা করতে পারবেন না।

ধারা - ৮ (৩) (ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ঃ

নিম্নবর্ণিত পদ সমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। তবে প্রয়োজন বোধে গঠনতন্ত্রের সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য পদ বাড়ানো বা কমানো যাবে।

কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ সমূহ ঃ

(১) সভাপতি -	১ জন
(২) সহ- সভাপতি -	১ জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক -	১ জন
(৪) সহ-সাধারণ সম্পাদক -	১ জন
(৫) কোষাধ্যক্ষ	১ জন
(৬) কার্য নির্বাহী সদস্য -	২ জন
মোট =	৭ জন

ধারা - ৮ (৩) (খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) নির্বাহী পরিষদের বার্ষিক সাধারন সভার আয়োজন করবেন এবং সংস্থা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

(খ) সংস্থার কাজে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগবিধি অনুযায়ী নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন এবং নিয়োগ বিধি অনুমোদনের ব্যবস্থা করবেন।

(গ) বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করবেন এবং অর্থ বৎসরের শেষে হিসাব নিরীক্ষার কাজ সম্পাদন করবেন।

(ঘ) সংস্থার শাসন ও শৃংখলা বজায় রাখবেন এবং সমিতির সকল সম্পদের হেফাজত করবেন।

(ঙ) দায়িত্ব পালনে কোন সদস্য অনীহা প্রকাশ করলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(চ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবেন।

(ছ) সকল প্রকার আয়-ব্যয় এর হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং তা অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় উত্থাপন করবেন।

(জ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তবলী কার্যনির্বাহী পরিষদ বাস্তবায়ন করবেন।

ধারা - ৮ (৩) (গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের পদভিত্তিক ক্ষমতা দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১। সভাপতি ঃ

(ক) সভাপতি সংস্থার সাংগঠনিক প্রধান।

(খ) তিনি সংস্থার সার্বিক কার্য পরিচালনায় গঠনতন্ত্রের ধারা সমূহ যথাযথভাবে পালিত ও অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

(গ) তিনি সভায় উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের মতামতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(ঘ) তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভার কার্য বিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন।

(ঙ) সভায় প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন করবেন এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমান সংখ্যা ভোট পড়লে তিনি একটি কাষ্টিং ভোট দিতে পারবেন।

(চ) কোন কারণবশতঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে গেলে সভাপতি অনুর্দ্ধ ৭(সাত) দিনের মধ্যে জরুরী সভা আহবান করবেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধারা ১৩ মোতাবেক একটি এডহক কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করবেন।

(ছ) সংস্থার তহবিল হইতে তিনি সংস্থার কাজে ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা খরচ করতে পারবেন। উক্ত খরচ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করিয়ে নিবেন।

২। **সহ- সভাপতি ঃ**

সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সভাপতি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। **সাধারণ সম্পাদক ঃ**

(ক) সংস্থার বার্ষিক বাজেট ও আয়-ব্যয় প্রতিবেদন সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করবেন।

(খ) দাপ্তরিক সকল প্রকার দলিল, নথিপত্র, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(গ) তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভার আলোচ্য বিষয়, স্থান, তারিখ, সময় নির্ধারন পূর্বক সকল সদস্যদের নিকট ডাক যোগে অথবা পিয়ন বহির মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

(ঘ) তিনি কর্মচারীদের পরিচালনা করবেন। কর্মকর্তা কর্মচারীদের পদোন্নীত, বদলী, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত, চাকুরীচ্যুতি ও ছুটি মুঞ্জুর সংক্রান্ত যাবতীয় শুনানী গ্রহনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট সুপারিশ করতে পারবেন।

(ঙ) তিনি সংস্থার কার্যনির্বাহী প্রধান। সাধারণ সভায় সভার বার্ষিক রিপোর্ট ও বাজেট পেশ করবেন এবং সকল প্রতিষ্ঠান ও কার্যালয়ের সাথে দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগ করবেন। তিনি ভাউচার অনুমোদন করবেন এবং সভাপতির প্রতি স্বাক্ষর নিবেন। সভাপতির প্রতি স্বাক্ষর ব্যতীত কোন ভাউচার বৈধ বলে বিবেচিত হবে না। সংগঠনের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিবেন।

(চ) প্রতিষ্ঠানের নামে মামলা মোকদ্দমা হলে সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আইনজীবি নিয়োগ ও ওকালতনামায় স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

(ছ) তিনি তাৎক্ষনিকভাবে সংস্থার ব্যয় মিটানোর জন্য ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা হাতে রাখতে পারবেন।

(জ) সাধারণ সম্পাদক সংস্থার নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসাবে সংস্থার পক্ষে সকল প্রকার চুক্তি দলিল ইত্যাদি স্বাক্ষর করিবেন।

৪। **সহঃ সাধারণ সম্পাদক ঃ**

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন। তবে আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন না। তবে সাধারণ সম্পাদকের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তিনি আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন। এছাড়া সম্পাদকের দেওয়া দায়িত্ব পালন করবেন।

৫। **কোষাধ্যক্ষ ঃ**

(ক) তিনি অর্থ সংক্রান্ত দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

(খ) তিনি সকল প্রকার আয়-ব্যয় এর হিসাব সংরক্ষণের জন্য ক্যাশ বহি এবং অন্যান্য রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন এবং খরচের ভাউচার সমূহ সংরক্ষণ করিবেন।

(গ) তিনি বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকে জমা দিবেন এবং সংস্থার খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন পূর্বক সরবরাহ নিশ্চিত করিবেন।

(ঘ) তিনি জরুরী খরচ বাবদ ৫০০/= (পাঁচশত) টাকা হাতে রাখতে পারবেন।

(ঙ) তিনি বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতকালীন সময় সম্পাদককে সাহায্য করিবেন।

ধারা - ৮ (৩) (ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ঃ

(১) কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ হবে ২ বছর।

(২) জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বছর গণনা করা হবে।

(৩) মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে নির্বাচন অথবা মনোনয়নের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিদায়ী পরিষদ দায়িত্ব হস্তান্তর করবে।

(৫) দায়িত্ব হস্তান্তরের ও নব নির্বাচিত পরিষদের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর কার্যকরী হবে।

ধারা - ৯ সংস্থার শাখা স্থাপন, শাখার অফিস স্থগিত, বন্ধ বা বাতিল করণ পদ্ধতি ঃ

শাখা স্থাপন ঃ

বর্তমান সংস্থার কোন শাখা অফিস নাই। তবে প্রয়োজনবোধে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে শাখা অফিস খোলা হবে।

ধার - ১০ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

(ক) প্রতি ২ (দুই) বছর পর পর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বছর গণনা করা হবে।

(গ) সদস্য পদ লাভ করার পর ৯০ দিন পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন সদস্য ভোট প্রার্থী বা ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

(ঘ) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না এরূপ সদস্যদের মধ্য হতে অথবা এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটিতে নির্বাচন কমিশনার - ১ জন, সহকারী নির্বাচন কমিশনার - ১ জন ও সদস্য - ১ জন থাকবে। নির্বাচন কমিটি নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর পরই বিলুপ্ত হবে।

(ঙ) নির্বাচন কমিটি সুষ্ঠভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং নির্বাচনী তফশীল ঘোষনা করবেন।

(চ) নির্বাচনের ৬০ দিন পূর্বে খসড়া ভোটার তালিকা এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত চুড়ান্ত ভোটার তালিকা নোটিশ বোর্ডে ঝুলাইতে হবে।

(ছ) চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় যাদের নাম থাকবে কেবল মাত্র সেই সব সদস্য / সদস্যা ভোটে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

(জ) নির্বাচনের নমিনেশন পেপার নির্বাচন অফিস হতে উত্তোলন পূর্বক নির্বাচনী তফশীল অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণ করে জমা দিতে হবে। নমিনেশন পেপার যথাযথভাবে পূরণ না হলে বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ঝ) কেবলমাত্র নির্বাচন কমিটি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন।

(ঞ) উপস্থিত ভোটার ২৫% কম ভোট পেলে প্রতিদ্বন্দীর জামানত বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারকারীকেই জামানতের টাকা ফেরৎ দেয়া হবে। বাজেয়াপ্ত জামানতের টাকা সংস্থার তহবিলে জমা হবে।

(ট) জামানতের অর্থ এবং মনোনয়ন পত্রের মূল্য কার্য নির্বাহী পরিষদ, নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন।

(ঠ) একই পদে একাধিক প্রার্থী হলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন অবশ্যই গোপন ব্যালটের মাধমে হবে। ভোট দান শেষ হওয়ার পর ঐদিনই ফলাফল ঘোষনা করা হবে। প্রার্থী নিজে বা তার মনোনীত ব্যক্তি ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে একাধিক প্রার্থী না থাকলে প্রস্তাব ও সমর্থন এর মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হবে।

(ড) ফলাফর ঘোষনার ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে।

(ঢ) যদি কোন সদস্য ২য় বারের মত একই পদে নির্বাচিত হয় তবে তিনি তার দায়িত্বে থাকা সম্পদের একটি তালিকা নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি/সম্পাদকের নিকট দাখিল করবেন।

(ণ) প্রক্রিয়া প্যানেল ভিত্তিক অথবা এককভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারিবেন। একটি প্যানেলের জন্য একটি মার্কা থাকবে। একটি মার্কার জন্য একাধিক প্রার্থী হলে লটারীর মাধ্যমে মার্কা বণ্টন করা হবে।

(ত) মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(থ) একজন ভোটার একাধিক প্রার্থীর প্রস্তাবক বা সমর্থক হতে পারবেন না।

(দ) নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয় নির্বাচন কমিশনারের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ধ) নির্বাচনের দিন নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে।

(ন) প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনের তারিখ ও সময় সাধারণ সদস্যদের অবগতির জন্য নোটিশ বোর্ডে ঝুলানোর ব্যবস্থা করবেন।

ধারা - ১১ নিয়োগ বিধি ঃ

সংস্থার বেতনভূক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদ একটি নিয়োগ বিধি প্রণয়ন ও অনুমোদন পূর্বক চুড়ান্ত

অনুমোদনের জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হবে। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নিয়োগবিধি অনুযায়ী সংস্থায় লোক নিয়োগ করা যাবে।

ধারা - ১২ (ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্য পদ পূরণ ঃ

পদত্যাগ, মৃত অথবা অন্য কোন কারণবশত কার্যকলাপের অর্ধেকের বেশী সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে উক্ত শূন্য পদ কো-অপ্টের মাধ্যমে পূরণ করবেন। আর যদি কার্যকলাপের অর্ধেকের কম সময়ে পদ শূন্য হয় তাহলে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

ধারা - ১২ (খ) পদ ত্যাগ ঃ

(১) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে সহ-সভাপতি এর নিকট তা দাখিল করতে হবে। সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা কার্যকরী হবে।

(২) সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্য/সদস্যা সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে পারে। পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা কার্যকরী হবে।

(৩) সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্য/ সদস্যা সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করবে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা কার্যকরী হবে।

(৪) পদত্যাগ পত্র দাখিলের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত জানাতে ব্যর্থ হলে সদস্য পদ বাতিল হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

(৫) সভাপতি, সম্পাদক একই সময়ে পদত্যাগ করলে সম্পূর্ণ কমিটি ভেঙ্গে যাবে এবং নতুন কমিটি গঠন করতে হবে।

ধারা - ১২ (গ) অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

(১) সংস্থার পরিপন্থি অসামাজিক কাজ এবং গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি কাজ করার কারণে যে কোন সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তা/সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবে।

(২) অনাস্থা প্রস্তাব সভাপতির নিকট দাখিল করা হলে তিনি বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করবেন এবং মোট সদস্যের (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকরী হবে।

(৩) সভাপতি ও সম্পাদক উভয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহিত হলে সম্পূর্ণ কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে যাবে এবং নতুন কমিটি গঠন করতে হবে।

ধারা - ১৩ এডহক কমিটি গঠন ঃ

সভাপতি সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে অথবা উভয়ে এক সাথে পদত্যাগের কারনে কোন অথবা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে গেলে সাধারণ পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় ৫ সদস্য/ সদস্যা বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটিতে ভেঙ্গে যাওয়া কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন না। কমিটির একটি তালিকা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করা হবে। এডহক কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন সম্পন্ন করে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। এডহক কমিটিতে থাকা কালীন কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করতে পারবেন না।

ধারা - ১৪ (ক) সভার নোটিশ ঃ

সাধারণ সভা কমপক্ষে ১৫ দিন এবং জরুরী সাধারণ সভা ৩ দিনের নোটিশ আহবান করা যাবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে ৭ দিনের এবং জরুরী সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশে আহবান করা যাবে।

ধারা -১৪ (খ) সভার কোরাম ঃ

(১) সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করা হলে মোট সদস্যদের অর্ধেকের বেশী সদস্যর উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করা হলে সভার অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

ধারা - ১৫ মূলতবী সভা ঃ

কোরামের অভাবে সভা মূলতবী হলে পরবর্তী সভার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ পূর্বক নোটিশের মাধ্যমে সদস্যদের অবহিত করতে হবে। পরবর্তীতে অন্য যে কোন কারণে সভা মূলতবী হইলে উক্ত সভায় পরবর্তীতে অন্য যে কোন কারণে সভা মূলতবী হইলে উক্ত সভায় পরবর্তী সভার অনুষ্ঠানে সময় স্থান ও তারিখ নির্ধারণ পূর্বক উপস্থিত সদস্যদের অবহিত করতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মূলতবী সভা উর্ধ্বে ৭ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে। এছাড়া যে কোন সময়ে মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

ধারা - ১৬ আর্থিক ব্যবস্থাপনা যেমন ঃ

(ক) আয়ের উৎস ঃ

১) সদস্য ভর্তি ও মাসিক চাঁদা; ২) স্থানীয় জনগনের অনুদান; ৩) সরকারী ও বেসরকারী অনুদান; ৪) সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প হতে আয়; ৫) এককালীন চাঁদা; ৬) খেলাধূলা, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে; ৭) দেশী বিদেশী দাতা সংস্থার অনুদান; ৮) মৌসুমী ফসল হতে; ৯) অন্যান্য।

(খ) ব্যয়ের খাত ঃ

১) সংস্থার উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন; ২) কর্মচারীদের বেতন/ ভাতাদি; ৩) ষ্টেশনারী মালামাল ক্রয়; ৪) সম্মানী ভাতা ও প্রশিক্ষণ ব্যয়; ৫) খেলাধূলা ও আসবাবপত্র ক্রয়; ৬) দুঃস্থদের সাহায্য; ৭) সমিতির জন্য জমি ক্রয় ও গৃহ নির্মান; ৮) আপ্যায়ন; ৯) অন্যান্য।

(গ) ব্যাংক হিসাব পরিচালনা, লেন-দেন ও হিসাব নিরীক্ষা ঃ

(১) আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার নামে একটি সঞ্চয় / চলতি হিসাব খুলতে হবে।

(২) হিসাবটি কোষাধ্যক্ষ, সভাপতি অথবা সম্পাদক (পারস্পারিক আত্নীয়তা থাকলে চলবে না) এর যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে সংস্থার ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে (সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)।

(৩) সংস্থার নামে সংগৃহিত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে। দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য ব্যাংক হতে ৫০০/= (পাঁচশত) টাকার বেশী উত্তোলনের দরকার হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন।

(৪) সংস্থার প্রয়োজন অর্থ খরচের পূর্বে উত্তোলনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন গ্রহন করতে হবে এবং খরচের পর পরবর্তী কার্যনির্বাহী সভায় পূনরায় উক্ত খরচের অনুমোদন নিতে হবে।

(৫) প্রতি আর্থিক বছরের জুলাই মাসে বিগত অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিকাশ স্থানীয় সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক অথবা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বা সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারী অডিটের পূর্বে আভ্যন্তরীন নিরীক্ষার দল নিয়োগ পূর্বক আভ্যন্তরীন অডিট করা যাবে।

(৬) দেশী / বিদেশী দাতা সংস্থা কর্তৃক অনুদান এবং যে কোন সিডিউল ব্যাংক, সংস্থা হতে প্রাপ্ত লোন বা অনুদান তহবিল হিসাবে গন্য হবে।

(৭) সংস্থার বাৎসরিক বাজেট, বাৎসরিক প্রতিবেদন সহ বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ হবে।

ধারা - ১৭ তলবী সভা ঃ

যে কোন কারণে তলবী সভা আহবানের প্রয়োজন হলে (এক তৃতীয়াংশ) সাধারণ সদস্য সম্পাদকের নিকট সভা আহবানের জন্য অনুরোধ জানাবেন। তিনি যদি ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহবান না করেন তাহলে মোট সাধারণ সদস্যের (এক তৃতীয়াংশ) সদস্য সভা আহবান পূর্বক মোট সাধারণ সদস্যর (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। তবে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে।

ধারা - ১৮ গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি ঃ

গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ে এর উপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচ্ছেদের প্রস্তাবলী প্রথমে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে এবং যথানিয়মে সাধারণ পরিষদের (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদন গ্রহনের পর উহা চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা - ১৯ আইন ও বিধির প্রাধান্য ঃ

গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সংস্থাটি ১৯৬১ সনের স্বেচ্ছাসেবী নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ (১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) অনুযায়ী এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

ধারা - ২০ বিলুপ্তি ঃ

যদি সুনির্দিষ্ট কারণে প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্যের (তিন পঞ্চমাংশ) সদস্য যদি সংস্থার বিলুপ্তি চান, যথানিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থার সকল স্থাবর সম্পদ অন্য কোন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা যাবে। অন্যথায় নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

ধারা - ২১ গঠনতন্ত্র ঃ

২১ ধারা বিশিষ্ট এই গঠনতন্ত্র সমিতির ৩০.০৩.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় সর্ব সম্মতিতে অনুমোদিত হলো।

সভাপতি
(প্রফেসর ড. মো; জালাল উদ্দিন সরদার)

সাধারণ সম্পাদক
(ডা. মো: হেমায়েতুল ইসলাম)